একক ২ ❑ নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা

গঠন

২.১ ভূমিকা **(Introduction)**

২.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন **(CCE) (Continuous and Comprehensive Evolution)**

২.৩.১ **CCE** কি, কেন, কখন?

২.৩.২ **CCE** প্রকৃতি এবং পরিধি

২.৪ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় **CCE**-এর লক্ষ **(Aims of CCE in Pre-primary Education)**

২.৫ সারসংক্ষেপ **(Summary)**

২.৬ অনুশীলনী **(Exercises)**

২.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর সংকেত **(Hints to check your progress)**

২.১ ভূমিকা

পূর্বের এককে (একক—১) আমরা মূল্যায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা মূল্যায়ণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এই অংশে আমরা ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় এর উপর বেশী গুরুত্ব দেয়।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিশুদের বয়স ২-এর উপরে এবং 6 এর নীচে। অর্থাৎ এইসময়ে শিশুদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটে। কাজেই ঐ সময় শিশুদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই স্তরে ইন্দ্রিয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ও অন্যতম লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

২.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি শেষ করার পরে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ণের (CCE) অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে জানবে, বুঝবে এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় CCE-র লক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন।

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন

২০০২ সনে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হিসাবে ২১ক ধারায় যুক্ত করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয় ৬ থেকে ১৪ বৎসর। কিন্তু সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে কিছু বলা নেই বটে, তবে ঐ সংশোধনীতে ৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

রাষ্ট্র শিশুর ছয় বৎসর পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্ন ও শৈশবকালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

১৯৮৯ সনে ইউ.এন. কনভেনসনে শিশুর অধিকারের সনদ গৃহীত হয়। ভারত সরকার ঐ সনদে ১৯৯২ সনে স্বাক্ষর করেন। ঐ সনদে শিশুর যে সব অধিকার স্বীকৃত হয় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(১) শিশুর সম্মান এবং ভাবপ্রকাশের অধিকার (Dignity and Expression)

(২) শিশুর বিকাশ (Development)

(৩) শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষা (Care and Protection)

ভারত সরকারের প্রকাশিত National Commission for Protection of Child Right (NCPCR)-এর তিনটি বিভাগে শিশুর বিকাশের জন্য যে সব কথা বলা হয়েছে তার কয়েকটি হল ঃ

(i) Dignity and Expression ;

- I have rights being a child ..... (Article 2)
- I have the rights to express my views freely which should be taken seriously..... (Article 12,13)
- I have the right to make mistakes, and everyone has the Responsibility to accept we can learn from our mistakes.....(Article 28)
- I have the right to be included whatever my abilities. .....(Article 23)

(ii) Development :

- I have the right to a good education, and everyone has the Responsibility to encourage all children to go to school. ..... (Article 23, 28, 29)
- I have the right togood health care, and everyone has the Responsibility to help others get basic health care and safe water .....(Article 24)
- I have the right to a clean environment and every one has the responsibility no to pollute it. ..... (Article 29)
- I have the right to play and rest. .....(Article 31)

(iii) Care and Protection :

- I have the right to be loved and protected from harun and abuse ..... (Article 19)
- I have the right tolive without violence ..... Article (28, 37)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় CCE গুরুত্ব এখানেই।

২.৩.১. CCE কি, কেন এবং কখন ?

CCE-র আলোচনার প্রথমেই জেনে নেব CCE কি?

আমরা সকলেই চাই শিশুর বিকাশ ঘটুক তার নিজের মত, শিশুর চাহিদা, রুচি, সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটুক তার নিজস্ব গতি এবং পদ্ধতিতে। কাজেই আমরা সকলেই চাই বিদ্যালয় হবে এমন জায়গা যেখানে শিশু শিখবে আপন ছন্দে, নিজের ইচ্ছায়। কিন্তু শিশুর ইচ্ছে কি তা কে জানবে, কিভাবে জানবে? শিশুর চাহিদা কি, কতটা তা পূরণ হচ্ছে? তার পরিমাপ কে করবে, কিভাবে হবে? শিশুর মনের সৃজনশীলতার বিকাশ কিভাবে ঘটানো হবে? তা সঠিক হয়েছে কিনা তা কি ভাবে জানা যাবে? এসব প্রশ্ন আর তার উত্তর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। এর পরিমাপের পদ্ধতি শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়া আর তার ফল পকাশের দ্বারাই হবে না। সেক্ষেত্রে চাই শিশুকে আরো গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করা, তার আবেগ, তার ভালবাসা, তার ভাল না লাগাকে গভীরভাবে দেখা এবং বোঝা। এটা কেবল একদিনের পরীক্ষার মাধ্যমেই হবে না, চাই প্রত্যেক দিনের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং পরিক্ষণ। এর পর প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিশুর অগ্রগতির তথ্য জানা যাবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ভাবেন অন্যভাবে। তাতে কিন্তু শিশুর বিকাশ এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

জন্তুদের বিদ্যালয়

অনেকদিন আগের কথা। জন্তুরা ঠিক করল 'নতুন পৃথিবীর' সমস্যা সমাধানের জন্য তারা সাংঘাতিক কিছু করবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল একটি বিদ্যালয় করার। তাদের ছোট ছোট শিশুরা তাতে লেখাপড়া, আদব-কায়দা শিখবে। তারা মানুষদের মতই 'সক্রিয়তা ভিত্তিক' পাঠক্রম তৈরী করল। সেই পাঠক্রমে রাখা হল দৌড়ানো, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা এবং ওড়া। পাঠক্রমকে সহজে প্রয়োগ করার জন্য সবার জন্য সব বিষয়কেই আবশ্যিক করা হল।

হাঁস চমৎকার উড়তে পারে; সত্যি কথা বলতে কি তার শিক্ষকের থেকেও ভাল উড়তে পারে। কিন্তু সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে উড়ান শিখতে গিয়ে সে শুধু পাশের গ্রেড পেল এবং দৌড়ানোতে খুবই খারাপ ফল করল। যেহেতু সে দৌড়ানোতে ফল খারাপ করেছে, সে জন্য বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তাকে থাকতে হল এবং এর জন্য হাঁসকে সাঁতার কাটাও ছাড়তে হ'ল। দৌড়ানোর অনুশীল চলতেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত হাঁসের পায়ের জোড়া চামড়াই ফেটে গেল; আর এর ফলে তার সাঁতারের দক্ষতা আরো কমে শেষ পর্যন্ত সাঁতারেও খুবই সাধারণ ফল করল। কিন্তু সাধারণ ফল বিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য, তাই হাঁস ছাড়া আর কেউ কিছু মনেই করল না।

খরগোস দৌড়ানোতে তার শ্রেণিতে সবথেকে ভাল; কিন্তু ধীরে ধীরে সাঁতার কাটার কঠিন নিয়ম কানুন শিখতে গিয়ে তার নার্ভের রোগ শুরু হল।

কাঠবেড়ালী গাছে চড়ায় বেশ দক্ষ। কিন্তু ধীরে ধীরে সেও হতাস হল; কারণ মাষ্টার মশাই-এর নির্দেশ হল মাটি থেকে উড়তে হবে। গাছে উঠে তারপর ঝাপিয়ে পড়া মোটেই চলবে না। শেষ পর্যন্ত সে অনিদ্রা রোগে পড়ল, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য। পরীক্ষায় সে গাছে উঠায় 'সি' এবং দৌড়ানোতে 'ডি' গ্রেড পেল।

শকুন সবসময়েই অবাধ্য এবং দূরন্ত। তাই তাকে কঠিন শৃঙ্খলায় রাখা হ'ল। গাছে চড়ায় সে

সবার থেকে দক্ষ। কিন্তু উড়ে গিয়ে গাছে বসলে হবে না; নীচের থেকে বেয়ে উঠতে হবে। আর সেখানেই তার বিপত্তি।

বছরের শেষে, সাঁতারের দক্ষ প্রতিবন্ধী বানমাছ দৌড়ানো, গাছে চড়া এবং উড়ানোতে সবথেকে উঁচু গ্রেড পেল এবং তাকেই সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হল।

এই উদাহরণ প্রাণীদের বিষয়ে বলা হলেও এটা মানুষদের স্কুলেই প্রযোজ্য; যদিও বিভিন্নভাবে আমরা জানি যে শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতির পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরী। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় এই বিষয়টি আরও জরুরী কারণ এই সময় শিশুর বিকাশ সঠিকভাবে না হলে তার প্রভাব সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিশুর বিভিন্ন দিকের শিক্ষণ-শিখন এর পরিমাপ সুসংহতভাবে করা যায়। এই দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

- শিশুদের পরিমাপ কেন প্রয়োজন?
- কি কি পরিমাপ করা দরকার?
- কখন পরিমাপ করা প্রয়োজন?
- কিভাবে পরিমাপ করা উচিত?
- কিভাবে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা দরকার?

এককথায় বলতে গেলে পরিমাপ পদ্ধতি শিশুর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিমাপের দ্বারা জানা যাবে ঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর কোন কোন ক্ষেত্রে বিকাশ প্রয়োজন?
- ঐ স্তরের শিক্ষার শেষে শিশুর কাছে কি কি কাম্য তা স্থির করা।
- শিশুর ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি হওয়া দরকার তার তালিকা প্রস্তুত করা।

"শিক্ষা হল ..... আপনার শিশুর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জানা এবং তা শুধুমাত্র কিছু দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, মানসিক বা নৈতিক বিষয়ের মত অংশবিশেষ নয়। শিশুকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখলে চলবে না; তাকে দেখতে হবে সম্পূর্ণরূপে। শিক্ষার মাধ্যমে তাকে মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে হয়ে ওঠে সৃজনশীলতা সক্ষম। বুদ্ধি তার কাছে বোঝা হয়ে উঠবে না এবং সে একমুখী না হয়ে হবে পরিপূর্ণ। শিশু কোন এক নির্দিষ্ট সমাজের, কোন জাতির, কোন ধর্মের না হয়ে সেই শিক্ষা এবং বুদ্ধির দ্বারা শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে উঠবে এবং এর ফলে শিশু তার নিজের জীবন গঠনে সক্ষম হবে; শিশু যন্ত্রণা হয়ে মানুষ হয়ে উঠবে।"

—জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি।

তাহলে ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন কাকে বলে?

ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ন হল ছাত্রের বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিমাপ করা হয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুটি উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ দুটি উদ্দেশ্য হল ঃ মূল্যায়ণের ধারাবাহিকতা এবং অপরটি হল বিস্তারিত শিখনের এবং আচরণগত পরিবর্তনের পরিমাপ।

এখানে দুটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক এবং সুসংহত। 'ধারাবাহিক' কথার অর্থ হল শিক্ষার্থীর 'বৃদ্ধি

এবং বিকাশ' এর বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে কিন্তু পরিমাপের পরেও এত বিস্তৃতভাবে শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্বন্ধে জানা যায় না। ধারাবাহিক মূল্যায়ণে ঘন ঘন প্রতিটি শিখন এককের পরিমাপ, শিখন এবং প্রত্যাশিত ফলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্ণয়, কারণগুলির দূরকার চেষ্টা এবং পরিশেষে পুনরায় পরিমাপ এবং ফিডব্যাক ব্যবহারের পরে তা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আত্ম-মূল্যায়নের জন্য দেওয়া হয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ 'সুসংহত' কথাটির দ্বারা শিক্ষার্থীদের পান্ডিত্যমূলক (Scholastic) এবং সহযোগী (co-scholastic) বিষয়গুলির বৃদ্ধি এবং বিকাশকেও বোঝায়। যেহেতু শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, প্রবণতা বা ঝোঁক কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষার দ্বারাই জানা যায় না, তাই এর জন্য নানারকম টুল এবং কৌশল ব্যবহারের দ্বারা এগুলির পরিমাপ করা হয়। যে সমস্ত দিকগুলিতে শিক্ষার্থীর পরিমাপ করা হয় তা হল ঃ

- জ্ঞান (knowledge)
- বোধ (understanding)
- প্রয়োগ (Applying)
- বিশ্লেষণ (Analyzing)
- মূল্যায়ন এবং (Evaluation) এবং
- সৃজনশীলতা (creativity)

CCE কেন বুঝতে গেলে জানতে হবে এর উদ্দেশ্য; কারণ উদ্দেশ্যের দ্বারাই বোঝা যাবে CCE কেন?

ধারাবাহিক এবং সুসংহত মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য (The Objectives of CCE) :—

NCERT-র পরীক্ষা সংস্কার বিভাগ CCE-র উদ্দেশ্য হিসাবে যা বলেছেন সেগুলো হল ঃ

- প্রজ্ঞামূলক, মানসিক সঞ্চালন মূলক এবং অনুভূতিমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটানোয় সাহায্য করা।
- মুখস্থ করা আয়ত্ত করার পরিবর্তে চিন্তন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেওয়া;
- মূল্যায়নকে শিক্ষণ-শিখন প্রকৃয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করা;
- নিয়মিত শিক্ষার্থীর সমস্যা নিরূপণ এবং তার সমাধান করার জন্য শিখন-শিক্ষণ প্রকৃয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা;
- সঠিক ভাবে নির্ধারিত লক্ষ সম্পাদনের জন্য মূল্যায়নকে মান উন্নয়নের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা;
- কোন পরিকল্পনার সামাজিক ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা এবং সঠিক প্রয়োগ নির্ণয় করা ও শিক্ষার্থী, শিখন পদ্ধতি এবং শিখন পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- শিক্ষণ এবং শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা।

(Examination Reform, NCERT)

CCE কখন?

শিক্ষা এবং শিখন উভয়েই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কাজেই এই প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন একটি বা একবার মূল্যায়নের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষণ শুরুর সময় থেকেই শিখনের শুরু এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। কাজেই প্রত্যেক অংশ শিক্ষণে শিখন কতটা হচ্ছে তা জানা জরুরী।

তাই শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন জরুরী। এই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন হবে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর ধারণাতেই এবং তা হবে শিক্ষার্থীর সমস্ত দিকের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই।

কাজেই প্রশ্ন হল এই মূল্যায়ন কখন হবে? নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিক; তবে নির্দিষ্ট ব্যবধান অবশ্যই থাকবে। কারণ একটি মূল্যায়ণের পরে শিক্ষক অগ্রগতি দেখবেন, তা লিপিবদ্ধ করবেন, মতামত প্রদান করবেন এবং কারণ অনুসন্ধান করে ত্রুটি দূর করার প্রচেষ্টা চালাবেন।

এই পদ্ধতি হতে পারে দুভাবে ঃ

(১) প্রত্যেকদিন ঃ এক্ষেত্রে শিশুকে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষক সম্পর্কে করে তার পরিমাপ করবেন।

(২) মাঝে মাঝে ঃ এক্ষেত্রে শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যকে প্রতিফলনের (reflect) মাধ্যমে পরিবর্তন জানার চেষ্টা করবেন।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন শিশুর সমস্ত বছরের সব বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্ত করা হয়। এই নথিভুক্ত করণ দুভাবে করা হয়ে থাকে। প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক।

(ক) প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation) :

শিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির দিকে নজর রাখবেন এবং শিক্ষক পরবর্তী শিক্ষণ সেভাবে ব্যবহার করবেন। এর জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা যেতেপারে। এক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া চলতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এক্ষেত্রে যে সূচকগুলি ব্যবহার করেছেন তা হল ঃ

(১) অংশগ্রহণ (Participation),

(২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioning and Experimentation),

(৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application),

(৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathy and Cooperation)

(৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aeothetic and Cretive Expression)

এই সূচকগুলির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করবেন। সমস্ত সূচক একদিনে প্রয়োজন নাও হতে পারে; তবে এগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন মত হবে।

(খ) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation) :

এই প্রকার মূল্যায়ন সাধারণতঃ গ্রেড দেবার জন্য ব্যবহার হয় এবং এটিও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের অন্তর্গত। এই মূল্যায়ন তিন-চার বার করা যেতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন এর এই দুই পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্টিগত এবং বিষয়গতভাবে পার্থক্য আছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হল diagnostic এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হল judgemental।

২.৩.২. নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিধি ঃ

প্রকৃতি ঃ ছোট ছোট শিশু বিদ্যালয়ে আসে। প্রথমে বিদ্যালয় তার কাছে এক নতুন জগৎ। এখানে বাড়ীর পরিচিত মানুষজন নেই; কিন্তু আছে তারই সমবয়স্ক অনেক খেলার সাথী। প্রত্যেকের হাটা, চলা, কথা বলা, তাকানো, পোষাক, ব্যবহার অন্যের মত নয়। শিশু এগুলো অভিযোজন করতে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকার কথাবার্তা তার বাড়ির লোকের থেকে ভিন্ন। শিশু তাও অনুকরণ করে। তাকে আদর করলে খুব আনন্দ পায়, প্রশংসা করলে ভালো লাগে, গর্ব বোধ করে। নিজেকে অন্যদের থেকে তুলনা

করতে শেখে। নিন্দে করলে শিশু কষ্ট পায়, অভিমান বোধ করে এবং নিজেকে আলাদা করে রাখে। শিক্ষক-শিক্ষিকা অনেক সময়ই বিদ্যালয়ে অনেক রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। একটি অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেওয়া যাক্ ঃ

পরীক্ষায় শিশুদের নম্বর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের নম্বর ১০ এর মধ্যে ৬ এর কাছাকাছি। কারিনা এবং শৈবাল ব্যতিক্রম। এরা পেয়েছে যথাক্রমে ৮ এবং ৩। শিক্ষক যখন এই নম্বর ঘোষণা করছিলেন, তখন অন্য শিশুরা শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ফলে এর পর থেকে শৈবাল আর স্কুলেই আসতে চায় না। বাবা-মা বুঝিয়েছেন অনেক; তবুও সে আগের দিনের কথা ভাবলেই স্কুলে যেতে ভয় পায়।

এখন অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে। এই নম্বর কি ভাবে দেওয়া হল? একটি পরীক্ষার নম্বর একজন শিশুর পরিমাপের পক্ষে যথেষ্ট কিনা? লিখিত পরীক্ষা বাদে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কি? শৈবাল রোজ স্কুলে আসে কিনা? এমনই আরো হাজারো প্রশ্ন। পরীক্ষার ফলাফলেতো এরও প্রতিফলন থাকা চাই। আবার অন্যদিকে, যদি দেখা যায় যে অন্য সব ক্ষেত্রে শৈবাল অনেকের থেকেই ভালো তবে এক্ষেত্রে এরকম ফল হল কেন? শিক্ষক এ বিষয়ে কি ভাবছেন? কি পরিকল্পনা করছেন? শৈবাল কি বলছে বা ভাবছে তা কি জানা হয়েছে?

এ সমস্ত বিষয় কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণে থাকবে। মূল্যায়ণের পদ্ধতি হিসাবে ঃ

একক দলগত সহপাঠীদের দ্বারা এবং শিক্ষার্থীর নিজের দ্বারা এই সমস্তই ব্যবহার হয়।

মূল্যায়নের তথ্য পাবার জন্য পিতা-মাতা/অভিভাবক, শিশুর বন্ধু/সহপাঠী; অন্যান্য শিক্ষক বা প্রতিবেশীদের প্রদত্ত তথ্যও ব্যবহার করা হতে পারে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি হলো ঃ

(ক) প্রত্যেক শিশুকে যদি তার নিজস্ব গতি এবং পদ্ধতিতে শিখতে দেওয়া হয় তবে সকলেই শিখতে পারে।

(খ) শিশু খেলাধূলা এবং সক্রিয়তার মাধ্যমে বেশী শিখতে পারে এবং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেও শিশুর শিক্ষা হয়।

(গ) যেহেতু শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাই বিদ্যালয়ের বাইরেও তার শিখন হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের শিখন কে বাড়ী বা সমাজের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার।

(ঘ) শিশু নিজের জ্ঞান নিজে তৈরী করতে পারে। কাজেই এটা ভাবা ঠিক নয় যে শিশু কেবল মাত্র শিক্ষকের কাছেই শিখতে পারে। অর্থাৎ শিশু পূর্বের জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন ভাবনা সৃষ্টি করে নিজের সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই হ'ল নির্মিতি বাদের ভিত্তি।

(ঙ) প্রাথমিক স্তরে শিশু নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাল শিখতে পারে। আর এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

(চ) শিশুর শিক্ষণ রৈখিক নয়, চক্রাকার। বারবার দেখে, ভুল করে, আবার চেষ্টা করে। এইভাবেই শিশুর নিজের শিক্ষা এগিয়ে চলে।

কাজেই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে এ সমস্ত কিছু শিক্ষক জানতে পারেন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পরিধি ঃ

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের পরিধি ব্যাপক। কারণ এখানে কেবল একটি বা দুইটি পরীক্ষার দ্বারাই শিশুর অগ্রগতির পরিমাপ হয় না। বরঞ্চ শিশুর প্রত্যেক দিনের কাজ, আচার আচারণ, অভ্যাস, অভ্যাসের

পরিবর্তন, শিখনের অগ্রগতি এবং পদ্ধতি ইত্যাদি। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের পরিধি জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার সাধারণ মূল্যায়ন থেকে এর ফারাক কতটা এবং কোথায়? এবারে আসা যাক এ বিষয় আলোচনাতে। নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের অভিমুখ নিম্নরূপ ঃ

(১) মূল্যায়ন কেবল মাত্র বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নে শিশুর সমস্ত দিকের অগ্রগতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(২) এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিমাপই করা হয় না; বরঞ্চ পরিমাপ পদ্ধতির উন্নত কারণের কথাও ভাবা হয়।

(৩) এতে শুধুমাত্র গুণগত মূল্যায়ণেরই পরিমাপ হয় না, গুণগত এবং পরিমাপগত উভয় প্রকার পরিমাপেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৪) কেবলমাত্র কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার না করে আরো অনেক রকম পদ্ধতি মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

(৫) শিশুকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে মনে করে তার অগ্রগতির কথা ভাবা হয়।

(৬) এখানে মূল্যায়ন এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকে একই সঙ্গে কার্যকর করা হয়।

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের পরিধি অনেক ব্যাপক।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের শিশুর যে সমস্ত দিকগুলির মূল্যায়ন করা হয় তা হল ঃ

- স্বাস্থ্যের অবস্থা
- লেখাপড়ায় অগ্রগতি
- ব্যক্তিগত এবং সামাজিক গুণাবলী
- আগ্রহ
- প্রবণতা
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে দক্ষতা
- মূল্যবোধ
- আত্মসচেতনতা
- সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (বয়স অনুসারে)
- সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা
- জটিল ভাবনা করার ক্ষমতা
- বাড়ী, সমাজ এবং বিদ্যালয়ের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক এরকম আরো অনেক গুণাবলী।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৫ (Check your Progress—5)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনীতে ৪৫ নং ধারায় কি বলা হয়েছে?

খ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন।

গ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য লিখুন।

২.৪ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের লক্ষ

শিক্ষার লক্ষ শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিকশিত করা। পরিপূর্ণ মানুষের অর্থ দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সমান ভাবে পরিপুষ্ট হওয়া। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক শিক্ষার লক্ষ হল ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ কতটা হয়েছে, আরো কতটা দরকার, সেটা কিভাবে সম্ভব তার সমস্ত দিক দেখা, মূল্যায়ন করা, চিহ্নিত করা এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা। এই সমস্ত কাজ পরিবার বা শুধুমাত্র সমাজের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে নিরাপদ, সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ তাই শিশুর জন্য প্রয়োজন। এতে শিশু সহজেই শিখবে এবং শিক্ষার গতিও ত্বরান্বিত হবে। তবে এজন্য শিশুর বিদ্যালয়কেও কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তন কি? বিদ্যালয়ে সিশুরজন্য রাখতে হবে শিখনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিক্ষা সহায়ক উপাদান সামগ্রী, শিশুর চলাফেরা-খেলাধূলার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ইত্যাদি। অর্থাৎ শিশুর বিদ্যালয়ের পরিবেশকেই পাল্টে করতে হবে শিশুর আনন্দের জায়গা। তবেই সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব। এর জন্য শিশুর শিক্ষাকে শিক্ষক কেন্দ্রীক পদ্ধতির থেকে শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে শিক্ষক বলতেন শিক্ষার্থী বিনা প্রশ্নে শুনত এবং শিখত; শিক্ষক নির্দেশ দিতেন এবং শিক্ষার্থী সেই নির্দেশ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করত। এই পদ্ধতিই হল শিক্ষক কেন্দ্রীক পদ্ধতি।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক এবং শিশু উভয়েরই সহযোগিতায় শিখন কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। NCF-2005 এবং NCFTE-2009 এর নির্দেশে শিখন কার্য্যকে আরো শিশুকেন্দ্রীক করার জন্য নির্মিতিবাদের কথা বলা হয়েছে।

এখন আসা যাক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি তা একটু বোঝার চেষ্টা করা। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা আগে বলা হয়েছে। এখন আমরা জানব এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঃ

এই ক্ষেত্রে—

- শিক্ষক শিখনের সুযোগ তৈরী করে দেবেন এবং অর্থপূর্ণ শিখনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন;
- শিক্ষক শিশুকে শিখনের পরিবেশ তৈরী করে দেবেন যাতে শিশু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রশ্ন, অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের ধারণার ভিত্তি তৈরী করতে পারে।
- শিশুরা বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

- বিদ্যালয়ের বাইরে এবং ভিতরে শিশু যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করেই সে তার নিজের জ্ঞানের নির্মাণ করে।
- শিশু একক বা দলবদ্ধভাবে কাজ করে, আলোচনা করে, একে অন্যের সঙ্গে মত বিনিময় করে শিখন কাজ সম্পন্ন করে।
- শিশুর চাহিদা মত সময় সারণীকে তৈরী করা হয়।
- শিশুদের শ্রেণীকক্ষে কাজের উপযোগী করে বসার পদ্ধতির বিন্যাস করা হয়।
- শিখনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায়।সেগুলি শিশুর শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।
- শিশুর কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া।
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পরিমাপ একটি পদ্ধতি।
- শিশুদের কাজের মধ্যেই, তাদের পরিমাপ করা হয়।
- এই পরিমাপ রিপোর্টের আকারে পরিমাপ করা হয়।
- শিশুর অগ্রগতি গুণগত ভাবেও রিপোর্টে রাখা হয় এবং ঐ রিপোর্টে শিশুর বিকাশের সমস্ত দিকের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর লিখিত পরীক্ষার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় না; বরং এখানে শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার উপর গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। এই সময় বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী জীবনে শিশুর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

প্রারম্ভিক শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছে :

(i) To develop capacities and healthy physical growth of the child through play activities.

(ii) To help the child develop good social habits as an individual and as a member of the society.

(iii) To develop moral values in the child.

(iv) To enrich the child's experience by developing imagination self reliance and thinking power.

(v) To help the child towards appreciating his/her national cultural background and customs and developing a feeling of love and care for other people and a sense of unity leading to national harmony.

(vi) To develop language and communication skills in mother tongue."

আমাদের সকলেরই প্রধান লক্ষ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিখনের ব্যবস্থা করা। এই শিক্ষণ অবশ্যই উন্নত গুণমান যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে কি ভাবে তা হবে এ বিষয়ে নানা মত থাকতেই পারে। কিন্তু লক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের লক্ষ কিন্তু একই। সেগুলি হল ঃ

(ক) নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি সত্তায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর শিখন, উন্নতি এবং পরিবর্তনে কি প্রভাব পড়েছে তা দেখা;

(খ) ব্যক্তিগত চাহিদা, বিশেষ চাহিদা এবং অন্যান্য চাহিদার ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা;

(গ) শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা আরো সংগঠিতভাবে করা;

(ঘ) শিশুকে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখানো সে কি চায়, কি চায় না, কোনটি তার ভাল লাগে বা কোনটি তার ভাল লাগে না।

(ঙ) শিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা জানা, বোঝা এবং পরিমাপ করা;

(চ) শিশুর উন্নতিকে প্রমাণ সহ অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের জানানো;

(ছ) পরীক্ষার প্রতি ভীতি দূর করা সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

(জ) প্রত্যেক শিশুকে তাদের নিজের মত করে সাহায্য করা;

(ঝ) শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বোধ বাড়ানো।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—৬ (Check your Progress—6)

নির্দেশ ঃ (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।
(খ) এককের শেষে উত্তর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ক) শিক্ষার লক্ষ্য কি?

খ) সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব কি ভাবে?

গ) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২.৫ সারসংক্ষেপ

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীতে ২১ক ধারায় যুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু ঐ ধারাটি মৌলিক অধিকারের সাথে যুক্ত তাই এই বিষয়টির গুরুত্ব বর্তমানে বেশী। তবে ঐ ধারায় ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সিশুদের কথাই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

রাষ্ট্র শিশুর ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্ন এবং শৈশব কালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এখানেই। ১৯৮৯ সনে ইউ.এন. কনভেনসনে শিশুর অধিকারের সন্দ গৃহীত হয়। ভারত সরকার ঐ সনদে ১৯৯২ সনে সাক্ষর করেন। ভারত সরকার প্রকাশিত NCPCR এ শিশুবিকাশের নির্দেশাবলী দেওয়া হয়। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন সরকার এবং সংবিধান নির্দেশিত শিশুর পূর্ণ বিকাশ জন্যই বর্তমানে এত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ঃ মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা এবং শিখন ও আচরণগত পরিবর্তনের পরিমাপ; এই পরিমাপ হবে ধারাবাহিকভাবে সম্ভব হলে প্রতিদিন। এই মূল্যায়নে দুটি শব্দের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকেতদুভাগে ভাগ করা হয় ঃ প্রস্তুতিকালীন (Formation) এবং পর্যায়ক্রমিক (Summative)। কাজেই বলা যেতে পারে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি অন্য প্রকার মূল্যায়ন থেকে একটু স্বতন্ত্র এবং এর পরিধি অনেকটাই ব্যাপক।

যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বয়স ছয় এর কম, তাই এখানে শিশুর মূল্যায়নের লক্ষও অন্যান্য স্তরে থেকে একটু পৃথক। এখানে শিশুর ইন্দ্রিয় বিকাশের উপর নজর একটু বেশী দেওয়া হয়। তাই এদিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রমে গঠন এবং তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। যে মূল্যায়ন তালিকা শিশুকে দেওয়া হবে তাতে সিশুর ধারাবাহিক বিকাশের গুণগত এবং পরিমাণগত মাপ দেওয়া থাকবে যাতে বিদ্যালয়, অভিভাবক এবং শিশু নিজেও তার অগ্রগতি বুঝতে পারবে। শিক্ষক এবং অভিভাবক দৃষ্টি দিতে পারবেন শিশুর আরো অগ্রগতি কি ভাবে করা সম্ভব।

২.৬ অনুশীলন

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ১৫০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) ১৯৮৯ সনের U N Convention শিশুর কি কি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?
(ii) ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিশুর কোন কোন দিকের পরিমাপ করা যায়?
(iii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে লিখুন।
(iv) শিশু শিক্ষায় নির্মিতিবাদের কথা বলা হয়েছে কেন?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৩০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) এই মূল্যায়নে শিশুর কোন কোন দিকের মূল্যায়ন করা হয়?
(ii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়?
(iii) এই মূল্যায়নের তিনটি লক্ষ্য লেখ।
(iv) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি অনধিক ৫০০ শব্দে উত্তর দিন ঃ

(i) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন?
(ii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।
(iii) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
(iv) নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২.৭ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর সংকেত

উত্তর সংকেত—৫

(ক) রাষ্ট্রশিশুর ৬ বৎসর পর্যন্ত যত্ন এবং শৈশবকালীন শিক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

(খ) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিমাপ করা হয়।

(গ) প্রজ্ঞামূলক, মানসিক সঞ্চালন মূলক এবং অনুভূতিমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটানোয় সাহায্য করা।

উত্তর সংকেত—৬

(ক) সার্বিক বিকাশ।

(খ) শিশুর জন্য শিখনের জিনিসপত্র, খেলাধূলার সামগ্রী ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষক শিখনের সুযোগ তৈরী করে দেবেন এবং অর্থপূর্ণ শিখনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন।